দৈনিক জনকণ্ঠ

54

তারিখ ... ... MAR 12 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩ ....

চুয়াডাঙ্গায় জনকণ্ঠ সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ দৈনিক জনকণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি এমএ মামুনকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত ও অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা চালানোর সঙ্গে জড়িত চুয়াডাঙ্গা

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

চুয়াডাঙ্গায় জনকণ্ঠ (১২-এর পাতার পর)

আওয়ামী লীগ নেতা কাসেম মণ্ডলসহ অন্যরা লিখিতভাবে এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তারা ক্ষমা চায়। পেশাগত কাজে এমএ মামুন শনিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের কেদারগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে যায়। সে সময় আওয়ামী লীগের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাবেক প্রচার সম্পাদক কাসেম মণ্ডল তাঁর কয়েক সঙ্গীসহ মামুনের ওপর হামলা চালায় ও তাঁকে অপহরণের চেষ্টা করে। লোকজন ছুটে এলে ব্যর্থ হয় তাদের সে প্রচেষ্টা। এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকসহ সকল মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যায় এ নিয়ে প্রেসক্লাবে জরুরী সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে উপস্থিত হন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আলী আহমেদ এবং যুবলীগের জেলা আহ্বায়কসহ অন্যান্য নেতা। তাঁরা কাসেম মণ্ডলের হয়ে ক্ষমা চান। প্রেসক্লাবের সভাপতি ওয়াসিকুর রহমান বেলাল এবং সম্পাদক শরিফুদ্দিন হাসুসহ সমস্ত সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আর কখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না। এতে সাংবাদিকরাও স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গার সন্ত্রাস নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের দরুন জনকণ্ঠসহ কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের ওপর বেশ কিছুদিন ধরে মহলবিশেষ হুমকি দিচ্ছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গা শহরের চৌরাস্তায় একটি সভা থেকে সাংবাদিকদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। এর পর পরই চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক এবং জাতীয় পত্রিকার প্রতিনিধিরা স্থানীয় থানায় জিডি করেন। ইটভাঁটির আগুনে মানুষ পুড়িয়ে হত্যার নায়ক লাল্টুর খবর প্রকাশ করায় সাংবাদিকদের ওপর মহলবিশেষ ক্ষুব্ধ। দুর্বৃত্তরা চুয়াডাঙ্গায় আদালতসহ সরকারী সম্পত্তির ওপরও হামলা চালায়। কিন্তু পুলিশ এখনও আসামীদের আটক করছে না। শনিবার সন্ধ্যায় দুই পলাতক আসামী চুয়াডাঙ্গা থানার টিএসআই নজরুল ইসলামের মোটর সাইকেলে চেপে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে যায়। ৫